শরৎচন্দ্রের
দর্পচূর্ণ
শ্রীমতি পিকচার্স
SREEMATI PICTURES
১২-১২-৫২

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্রের

দর্পচূর্ণ

অবলম্বনে

শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

প্রযোজনা : শ্রীমতী কানন ভট্টাচার্য্য

পরিচালনা : শ্রীমতী পিকচার্স ইউনিট

আলোকচিত্র পরিচালনা : দেওজী ভাই

শব্দ-গ্রহণ : ভূপেন ঘোষ

সুরসৃষ্টি : কালীপদ সেন

সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী

শিল্প-নির্দ্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী

স্থিরচিত্রী : ফটো সিনে ক্র্যাফ্ট

ব্যবস্থাপনা : ক্ষিতীশ আচার্য্য

যন্ত্রসঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

রসায়নাগারাধ্যক্ষ : আর. বি. মেহ্‌তা

অতিরিক্ত সংলাপ ও গীত রচনা : সজনীকান্ত দাস

গান-রেকর্ডিং ও রি রেকর্ডিং : মধু শীল

চিত্রনাট্য ও সংগঠন : হরিদাস ভট্টাচার্য্য

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা : সুকুমার মিত্র ও শচীন মুখার্জি

সঙ্গীত : শৈলেশ রায়

শব্দগ্রহণ : মহম্মদ ইয়াসিন ও সুহাস ব্যানার্জি

সম্পাদনা : দুলাল দত্ত

শিল্প-নির্দ্দেশ : গৌর পোদ্দার

দৃশ্যসজ্জা : ঈশ্বরীপ্রসাদ

চিত্রগ্রহণ : নিমাই রায়, বুলু লাডিয়া ও বীরেন ভট্টাচার্য্য

রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল ও দেবী হালদার

প্রচারশিল্পী : অনুশীলন এজেন্সী লিমিটেড্‌

শ্রীভারতলক্ষ্মী ও রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড্

• চরিত্র চিত্রণে •

কানন দেবী

রাধামোহন ভট্টাচার্য্য

জহর গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী

তুলসী চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ, বিপিন মুখার্জি, কালী সরকার, বেচু সিংহ, গীতশ্রী ইন্দিরা রায়, শেফালী দেবী, আশা দেবী কুমারী বাণী, নৃপতি চ্যাটার্জি, ভানু ব্যানার্জি খগেন পাঠক, হরিমোহন বসু, নরেশ বসু সুশীল সরখেল, জগন্নাথ মুখার্জি সমর দাস, মিহির সরকার, ক্ষিতীশ আচার্য্য, সুনির্ম্মল রায় বীণা দেবী।

শরৎচন্দ্রের
দর্পচূর্ণ

বিমলা আর তার বৌদি ইন্দু প্রায়ই একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করতো।... বিমলা বলত : মেয়েমানুষের কাছে স্বামীর তুলনায় আর সবই তুচ্ছ। স্বামীর পায়ে আত্ম-সমর্পণ করাই মেয়েদের সবচাইতে বড় ধর্ম্ম।

ইন্দু বলত : স্বামীর-ও কর্ত্তব্য আছে। স্বামী যদি সে কর্ত্তব্য পালন করতে না পারে, স্ত্রী-ই বা কেন তার ধর্ম্ম পালন করবে ?

*   *   *   *   *

ইন্দু শিক্ষিতা, বড়লোকের মেয়ে। স্বামী নরেন স্বল্পবিত্ত আদর্শবাদী সাহিত্যিক। স্বভাবতঃ নিরীহ, শান্ত-প্রকৃতির এ লোকটি মনে মনে ইন্দুকে গভীরভাবে ভালবাসতো। ইন্দু একথা জানতো, আর এ নিয়ে গর্ব্ব অনুভবও করত। সে নিজেও স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসে—শুধু আজ নয়, বিয়ের অনেক আগে থেকেই। নরেনের প্রতি অনুরাগবশতঃই অভিভাবকদের সম্পূর্ণ অমতে সে তা'কে বিয়ে করেছিল।

কিন্তু, নতুন সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলোনা ইন্দু। সে নিজে বড় ঘরের, বড়লোকের মেয়ে। স্বামীর সংসারের দারিদ্র্য তাকে ভীষণ-ভাবে আঘাত করত। এমন কি মাঝে মাঝে মনে হ'ত তা'র স্বামী তা'র প্রতি সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যপালন করতে পারছে না। সেজন্যেই, পতিভক্তি সম্বন্ধে বিমলার মতামত তা'র কাছে অত্যন্ত উৎকট বলে মনে হ'ত। সে চোখের সামনে দেখত, বিমলা মনে মনে স্বামীকে দেবতার মত পুজা করে, নিজেকে তা'র দাসী ব'লে ভাবে, আর তা' নিয়ে গর্ব্বও অনুভব করে। নিজেকে কিছুতেই সে বিমলার মত মনে করতে পারত না।

যত দিন যেতে লাগলো, স্বামীর ওপর ইন্দুর মন ধীরে ধীরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। নরেনের আর্থিক অসচ্ছলতাকে উপলক্ষ্য ক'রে বার বার সে তাকে আঘাত দিল, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত এ ইঙ্গিতও করল যে তা'র হাতে প'ড়ে ইন্দুর জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল।

বেদনায় নরেন স্তব্ধ হ'য়ে রইল। মেয়েকে নিয়ে ইন্দু চলে গেল মেদিনীপুরে,—তার বড়লোক দাদার কাছে।

বহুদিনের পুরনো বুকের ব্যথাটা হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে নরেনকে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী করে ফেল্‌লো। দিন-সাতেক পরে বিমলা এসে তা'কে তা'র নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। বোনের অক্লান্ত সেবায় ধীরে ধীরে নরেন সুস্থ হয়ে উঠল।

সমস্ত ঘটনার বিন্দুমাত্রও জান্‌তে পারল না শুধু একজন,—ইন্দু।

মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসে সব ঘটনা শুনে জীবনে প্রথম ইন্দুর দর্পে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। মনে হ'ল স্বামীর হৃদয়ের দরজা ধীরে ধীরে তা'র কাছে বন্ধ হ'য়ে আসছে। অথচ নিজের হাতে সে দরজা খুল্‌তেও ইন্দুর অহঙ্কারে বাধলো।

কথা সইতে, হার মানতে অনেক নারীই শেখেনা,—ইন্দুও শেখেনি। এই একটি মাত্র দোষেই তা'র সমস্ত সাধু-সঙ্কল্প বার বার ব্যর্থ হ'য়ে যেতে লাগলো। মনে মনে সে ভাবে একরকম, কিন্তু আত্ম-অহমিকার বশে কাজের সময় করে ফেলে অন্যরকম। এমনি ভাবে কতদিন কেটে যেত কে জানে—কিন্তু হঠাৎ একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে তা'র জীবনের গতিকে সম্পূর্ণ বদ্‌লে দিলো...

সঙ্গীতাংশ

(১)

সন্ধ্যা যদি নামেই বন্ধু, আঁধার নেমেই আসে—
ভয় করি না তুমি যদি থাকো আমার পাশে
জানি তিমির রাত্রি শেষে
সোনার আলো উঠ্‌বে হেসে
নতুন প্রাণের লাগবে ছোঁয়া শিশির ভেজা ঘাসে।
কুটিল গহন এ সংসারে বন্ধু বিহীন একা
জানি বন্ধু জানি আবার তোমার পাবো দেখা
পরশ করি পরস্পরে
পাড়ি দেবো কাল সাগরে
নিবিড় হ'য়ে এলে আঁধার বাঁধবো বাহুর পাশে।

(২)

সম্মুখে দিশাহীন আঁধিয়ার রাত্রি,
তুমি এসো পান্থ, হও সহযাত্রী।
চলি মোরা হাতে হাত, করি দৃঢ় পদপাত
করে আহ্বান শোন পথে বরদাত্রী।
হ'তে হ'বে আমাদের নির্ভয় অন্তর—
শঙ্কায় নাহি হয় গতি যেন মন্থর,
পথ হয় হোক দূর দুর্গম বন্ধুর—
চাহি না আরাম মোরা চলিবার প্রার্থী।

(৩)

ওরে মন সবই ফাঁকি সবই মিছে—
কার পিছে দিস ছুট্‌
সবাই নিজের নামে ডাইনে বামে
দিচ্ছে হরির লুট্‌।

তুই আপন বলে ভাবিস যারে
কেউ ধারে না ধার—
প্রভাত আলো তাই মিলালো
দিনেই অন্ধকার।
তুই ভেবেছিলি প্রেমের রসে
বনের বাঘে আনবি বশে
ধরলি সোনা হীরের কণা
তাই হ'ল ধুলমুঠ।

(৪)

সন্ধ্যা যদি নামেই বন্ধু আঁধার নেমেই আসে—
সঙ্গীবিহীন জেগো একা বাতায়নের পাশে।
মলিন হ'লে দীপ ভাতি—
জ্বালিয়ে রেখো সুরের বাতি
অন্ধকারেই খোঁজো আমার
গানের অবকাশে।

মুছে ফেল চোখে যদি নামে জলের ধারা—
মহাকালের পথ চিরদিন রথের চিহ্ন-হারা,
স্মৃতি হেথায় ভুলের স্মৃতি,
ফেলে যাওয়াই চলার নীতি,
ভালোবাসার মেঘ থাকেনা
মনের নীলাকাশে।

এই গানগুলি কলম্বিয়া রেকর্ডে শোনা যাইবে

একটির পর একটির মুক্তির দিন এগিয়ে আসছে...

দেবকী কুমার বসুর প্রযোজনা ও পরিচালনায়

চিত্রমায়ার

পথিক

শ্রেষ্ঠাংশে

মলিনা গাঙ্গুলী

শম্ভু মিত্র

তৃপ্তি মিত্র

শরৎচন্দ্রের

নিষ্কৃতি

শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

পরিবেশক

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড,

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।